



বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগ এর প্রতি শাইখ সিদ্দিকুল
ইসলাম (বাংলা ভাই) (রহঃ) এর পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য

তাগুতি আইনের কাছে
বিচার প্রার্থী হবো না



পরিবেশনায় :
আল-বুরকান মিডিয়া

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগ এর
প্রতি শাইখ সিদ্দিকুল ইসলাম (বাংলা ভাই)
(রহঃ) এর পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য



পরিবেশনায় :
আল-বুরকান মিডিয়া

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগ, ঢাকা।

মাধ্যমঃ সিনিয়র জেল সুপার, কেন্দ্রীয় কারাগার, ঢাকা।

বিষয়ঃ ডেথ রেফারেন্স নং-৪৭/২০০৬ ইং আপিল প্রসংঙ্গে।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, সেশন মামলা নং-২৮/০৬, ঝালকাঠি ২৯/০৫/০৬ তারিখে দু'জন হত্যার রায়ে ক্রমানুসারে যে সাতজন মর্দে মুজাহিদ ওলামা মাশায়েখদেরকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদানের নির্দেশ তারই প্রেক্ষিতে ৩১/০৮/০৬ ইং তারিখে আমাকে অনুপস্থিত রেখে অন্যায় ও অবৈধভাবে একতরফা শুনানী করে নিম্ন আদালতের রায়কে বহাল ও কার্যকর নির্দেশ দিয়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আপিল করার পরামর্শ দিয়েছেন। আমি ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিচার করলে আপিল করিব। আল্লাহ বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

অর্থঃ তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে তাহারা বিশ্বাস করে, অথচ তাহারা ত্বাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হইতে চায়, যদি উহা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাহাদিগকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং শয়তান তাহাদিগকে ভীষণ ভাবে পথভ্রষ্ট করিতে চায়। (সূরা নিসাঃ ৬০)

এক জন মুসলিম হিসেবে শুরু হতে কোরআন ও হাদীস দ্বারা আমার বিচার করার আহ্বান করেছি কিন্তু ত্বাগুতের তল্লিবাহক বিচারক তা না করে বরং বৃটিশের গোলাম বানানো আইনে বিচার করে আমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

অর্থঃ বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহর। (সূরা ইউসুফঃ ৪০)

তাই মুসলিম হিসেবে এ আইন ও বিচার প্রার্থী হলে ঈমান থাকবে না। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে জানাতে চাই এ মৃত্যুদণ্ডাদেশ মওকুফ করার ব্যাপারে কোন প্রকার ত্বাগুতের কোর্টে আপিল করিব না। হ্যাঁ, তবে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট যদি আমাকে স্বশরীরে উপস্থিত করে আমার স্ব স্ব যুক্তি প্রদর্শন করার সুযোগ দেন তাহলে আমি আমার হয়রানি ও ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করার জন্য যথাযথ যুক্তি উপস্থাপন করবো ইনশাআল্লাহ। যদি ইসলামী শরিয়াহ বোর্ড গঠন করে আমার এ মামলার রায় শুনানী করা হয়, তাহলে আমি বিচার প্রার্থী হবো। অন্যথায় ত্বাগুতের আইনে বিচার প্রার্থী হয়ে শাহাদতের অমীয় সুধা পানের সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাই না।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

অর্থঃ জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করিবে, আমি তাহাদিগকে ভাল মন্দ দ্বারা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকি আমারই নিকট তোমরা উপনীত হইবে। (সূরা আশ্বিয়াঃ ৩৫)

আপনারা ত্বাণ্ডতের তল্লিবাহক হয়েও যেহেতু মুসলীম বলে দাবি করেন, তাই কোরআন ও হাদীস ভালভাবে অধ্যয়ন করে জাহান্নামকে ভয় করে দুনিয়ার মরীচিকায় প্রতারিত না হয়ে ‘দুনিয়া তাসের ঘর’ মুমিন তারা পুঁজি করে। ‘হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন এক জন জাহান্নামীকে জিজ্ঞাসা করা হবে যদি তুমি যমিনের সব কিছুর মালিক হয়ে যাও, তবে এসব কিছু মুক্তিপন হিসেবে দিয়েও কি জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করতে চাইবে? সে উত্তরে বলবে হ্যাঁ। আল্লাহ বলবেন আমি এর চেয়েও বহু কম চেয়েছিলাম। আমি আদম (আঃ) এর পৃষ্ঠদেশ থেকেই তোমার কাছে অঙ্গিকার নিয়েছিলাম যে, তুমি আমার সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করবেনা। কিন্তু তুমি শরিক করেছিলে। (সহীহ বুখারী ও মুসলীম)

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ فَاحِشًا
بَيْنَهُمْ بَيْنَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَبَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
وَمِنْهَا جَا

অর্থঃ আমি তোমার প্রতি সত্য সহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি ইহার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক রূপে। সুতরাং আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে তুমি তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও এবং যে সত্য তোমার কাছে আসিয়াছে তাহা ত্যাগ করিয়া খেয়াল খুশির অনুসরণ করিও না, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরিয়ত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারন করিয়াছি।

(সূরা মায়েদা : ৪৮)

অত্র আয়াতের আলোকে আপনাকে বারংবার স্মরণ করে দিয়েছি যে, আপনি আমাদের বিচারকার্য ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী করবেন। কারন আপনি একজন মুসলমান বলে দাবিদার। কিন্তু আপনি তা না করে বরং বৃটিশের বানানো গোলামী আইনে প্রহসনমূলকভাবে মিথ্যা স্বাক্ষীর মাধ্যমে আমাদের সবাইকে মৃত্যুদন্ডদেশ দিয়ে প্রভুদের খুশি করার জন্য সাজানো নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। হেতু একজন মুসলীম মুজাহীদ হিসেবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আমি মনে করি আপনি আল্লাহদ্রোহীতার যে প্রমাণ পেশ করেছেন তাতে আপনারই মৃত্যুদন্ডদেশ হওয়া উচিত। সেই সঙ্গে

ত্বাণ্ডতের আইনের প্রণেতা এ আইন রক্ষাকারী আইন লালনকারী ও বিচারপ্রার্থীগণ একই অপরাধে অপরাধি। মনে রাখবেন, আল্লাহ যদি আমাদের তাওফিক দান করেন তাহলে ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী আপনাদের উক্ত দন্ডদেশ কার্যকর করতে আমরা বদ্ধ পরিকর ইনশাআল্লাহ। নতুবা আমাদের পরবর্তী অনুসারীগণ আপনাদের নায্য পাওনা বুঝিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর গজবের অপেক্ষা করুন। আমিন।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

অর্থঃ যাহারা পুরুষ ও মুসলমান নারীদিগকে কষ্ট দেয় অতপর তওবা না করে, তবে তাহাদের জন্য দোষখের আযাব এবং (বিশেষ ভাবে) তাহাদের জন্য দহন যন্ত্রনা রহিয়াছে। (সূরা বুরূজ : ১০)

তাই পার্থিব জাঁকজমক, বিলাসিতা ও প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা হতে বিরত হউন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

অর্থঃ যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক কাজ করিয়াছে তাহাদের জন্য জান্নাতসমূহ রহিয়াছে যাহার নিম্নদেশে নহরসমূহ বহিতে থাকিবে। ইহা বিরাট সফলতা। (সূরা বুরূজ : ১১)

আসুন আমরা কোরআন হাদিস ও রসূল (সাঃ) এর মতাদর্শকে গ্রহণ করে ত্বাণ্ডতকে উৎখাত করে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা এবং কাজী সেজে বিচারকার্য পরিচালনা করি। এজন্য প্রত্যেক মুসলমানই মুজাহিদ হিসেবে ভূমিকা রেখে লোভ লালসা, সাময়ীক দুঃখ কষ্টকে সনন্দে গ্রহণ করে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাতের লোভনীয় সুখ সাচ্ছন্দ্য উপভোগ করার জন্য নিজেদেরকে পরিপূর্ণ মুসলীম হিসেবে আল্লাহর পথে জীবনকে বিলাইয়া দেই। আল্লাহ সবাইকে হেদায়েত দান করুন। আমিন।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا
وَلِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

অর্থঃ হে মুমিনগণ! মুমিনগণের পরিবর্তে কাফিরদিগকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও? (সূরা নিসা : ১৪৪)

হে বিচারকমন্ডলী। তুগুতের আইন প্রণয়নকারীগণ, আইন প্রয়োগকারী, রক্ষাকারী বাহিনী, তাদের কাছে বিচার প্রার্থীগণও তাদের সমর্থনকারী আপনারা নিজেদের মুসলমান পরিচয়ও দাবি করেন। অথচ আপনারা আল্লাহর বিধান ও রসূল (সাঃ) -এর আদর্শ পরিহার করে কাফের, ইহুদী ও নাসারাদের মনগড়া তৈরি করা আইনকে গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে মানুষকে জিম্মি করে ফেরাউনী ত্বাণ্ডবলীলা বাস্তবায়ন করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

অর্থঃ আর না, আল্লাহ নিজ হুকুমের মধ্যে কাহারোও শরিক করেন।’ (সূরা কাহফ : ২৬)

কিন্তু আপনারা আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে শয়তানের প্ররোচনায় ক্ষণস্থায়ী জীবনের স্বার্থের মোহে অন্ধ হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ) এর আনুগত্য না করে ঐ কাফেরদের মনঃপুত আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে ফেরাউনী শাসন কায়েম করে ত্বাণ্ডতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থঃ আল্লাহর ইবাদত করিবার ও ত্বাণ্ডতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রসূল পাঠাইয়াছি। (সূরা নাহল : ৩৬)

আপনারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করেন কেন? আপনাদেরকে মুসলমান দেশে মুসলমানের বিচার করার জন্য বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। নিজেকে মুসলিম পরিচয়ে ত্বাণ্ডতি আইনে বিচারকার্য পরিচালনা করে মানুষকে জিম্মি করে জোর করে অন্যায় ভাবে মুসলমানদের উপর কাফেরদের সংবিধান চাপিয়ে দিয়ে একজন মুসলমান হিসেবে বিচারপ্রার্থী হয়ে ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার হরণ করেছেন। একজন মুসলমান পরিচয় দিয়ে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে যারা তুগুতের আইনে বিচার ফয়সালা করেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থঃ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালায় অবধারিত (বিধান) অনুযায়ী হুকুম না করে (ইচ্ছাকৃত মনগড়া বিষয়বস্তুকে ধর্মীয় বিধান বলিয়া আদেশ করে) তবে এমন লোক পূর্ণ কাফের।

(সূরা মায়দা : ৪৪)

তাই আপনারা ইসলামী বিধান অনুযায়ী ত্বাণ্ডতের বিচারক হবার কারণে আপনারা হত্যাযোগ্য অপরাধে অপরাধী। যদি এখনও তাওবাহ না করেন তাহলে শরিয়তের নির্দেশ মোতাবেক

আপনাদের মুরতাদ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

আল্লাহ আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّبُوا تَسْلِيمًا

অর্থঃ কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ। তাহারা মুমিন হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তাহাদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার তোমার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত তাহাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে উহা মানিয়া লয়। (সূরা নিসা : ৬৫)

হে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন বাহিনীঃ

আপনারা আল্লাহর নির্দেশ ইসলামী শিক্ষা পরিহার করে কাফেরদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও তাদের কৃষ্টি কালচারের সংস্পর্শে ইসলামের বিকৃত শিক্ষাগ্রহণ করে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধিতা করে বুশ ও বৃটিশদের গোলামী করে মানুষকে জিম্মি করে তাদের গোলাম বানানো আইন রক্ষার কাজে মুসলমান হয়ে জানবাজি রেখে ত্রাণ্ডতকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিয়োজিত থেকে দুনিয়ার বাহবা কামাইয়া নিজেদের জাহান্নামের পথ সুপ্রশস্ত করার ব্যবস্থা করছেন। কারণ আল্লাহ তায়ালা কারা ত্রাণ্ডতের সৈনিক, ও কারা আল্লাহ সৈনিক, তা পরিষ্কার ভাবে জানাইয়া দিয়েছেন।

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

অর্থঃ যাহারা মুমিন তাহারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং যাহারা কাফির তাহারা ত্রাণ্ডতের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল। (সূরা নিসা : ৭৬)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, হে মুসলিম জাতি তোমাদের মধ্যে যে অন্য জাতির অনুকরণ করবে সে তাহাদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হইবে। (বুখারি শরীফ)

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থঃ জিহাদ (সশস্ত্র যুদ্ধ) করা তোমাদের উপর ফরজ।” অথচ ইহা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর আর এ করা সম্ভব যে, তোমরা কোন বিষয়কে অপ্রীতিকর মনে কর অথচ উহা তোমাদের জন্য

কল্যাণকর এবং আল্লাহ জানেন তোমরা জান না। (সূরা বাকারাহ : ২১৬)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জিহাদ করল না এবং মনে মনে জিহাদ করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করলো না সে মুনাফিক অবস্থায় মারা গেল। (মুসলিম শরিফ)

মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহর বাণীঃ

অর্থঃ আর তাহাদের মধ্যে হতে কেহ মরিয়া গেলে তাহার উপর কখনও জানাজার নামাজ পরিবে না এবং তাহাদের কবরের নিকটও দাড়াইবে না, তাহার আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে কুফর করিয়াছে। এবং তাহারা কুফরের অবস্থায়ই মরিয়াছে। (সূরা তওবাঃ ৮৪)

আপনারা মুখে মুসলিম জানালেও রসূলুল্লাহর (সাঃ) -এর আদর্শ পরিহার করে সাময়িক পার্থিব জগতের মরিচিকার চাকচিক্যে বিমোহিত হয়ে ত্বাণ্ডতের তোষামোদী হয়ে পরকালের চিরস্থায়ী জীবনকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَكِنَّا نَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ

অর্থঃ তোমরা কি এই ধারণা কর যে বেহেশতে প্রবেশ করবে ? অথচ এখন পর্যন্ত আল্লাহ তাহাদিগকে তো দেখিয়া নেন নাই কারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং ধৈর্যশীল ছিল।

(সূরা আল ইমরান : ১৪২)

আপনারা নিজেরা তো মুসলমান পরিচয় দিয়ে ত্বাণ্ডতকে রাষ্ট্রীয় ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। অপরদিকে দীর্ঘ দিন পর মুসলমানদের মধ্যে জামা'আতুল মুজাহেদীন নামে ক্ষুদ্র একটি দল বাংলাদেশ হতে ত্বাণ্ডতকে উৎখাত করে আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার দীপ্ত শপথ নিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক এমনি মুহুর্তে তাদেরকে গ্রেফতার করে জেআইসিতে নির্যাতন করে জোর-জুলুম ও ফাঁসি দিয়ে শহীদ করে ত্বাণ্ডতের প্রভুদের খুশি করতে পারায় নিজেদেরকে ধন্য মনে করছেন। নাউযুবিল্লাহ !

আল্লাহ বলেনঃ

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكْفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحِمْرُ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَسِ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

‘অতএব আপনি আল্লাহর পথে জিহাদ করুন। আপনার প্রতি আপনার নিজের কর্ম ব্যতীত কোন আদেশ নাই। (সূরা নিসা : ৮৪)

তাই যারা মুমিন তারা জাহন্নাম হতে পরিত্রান পাবার লক্ষ্যে জান্নাতের আশায় জিহাদের এই কন্টকময় পথকে গ্রহণ করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

অর্থঃ সুতরাং যারা আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে, তাহারা আল্লাহর পথে সশস্ত্র যুদ্ধ করুক এবং যে আল্লাহর পথে সশস্ত্র যুদ্ধ করিবে সে নিহত হউক অথবা বিজয়ী-আমি তাকে মহাপুরস্কার দান করিব। (সূরা নিসাঃ ৭৪)

তাই জামা'আতুল মুজাহেদীন ত্রাণ্ডতের জেল, জুলুম, জেআইসির নির্যতনকে উপেক্ষা করে পার্থিব জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তারা আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়ে ফাঁসিকে হাসি মুখে বরণ করে শাহ-াদতের অমীয় সুধা পানের প্রহর গুনছে।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের ডেথ রেফারেন্স নং-৪৭/২০০৬ ইং দায়রা মামলা ২৮/০৬ ইং ২০/০৬/০৬ ইং তারিখে প্রাপ্ত নোটিশে অবগত ০২/০৭/২০০৬ ইং তারিখে আমাকে সশরীরে উপস্থিত করে হাইকোর্ট বিভাগের ডেথ রেফারেন্স নং-৪৭/০৬ দায়রা মামলা নং-২৮/০৬ ইং আমাকে স্ব স্ব বক্তব্য পেশ করার মাধ্যমে শুনানি করে বিচার কার্য পরিচালনার কথা থাকলে আমাকে অনুপস্থিত করে অন্যায় ও অবৈধভাবে আদালতের রায়কে বলবৎ করেছেন। আমি উক্ত হাইকোর্ট বিভাগের ডেথ রেফারেন্স মামলা নং-৪৭/২০০৬ বলবৎ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট বাং-লাদেশ আমাকে সশরীরে উপস্থিত করে আপিল শুনানির দিন ধার্য করে আমার স্ব স্ব বক্তব্য পেশ করার ব্যবস্থার জন্য আহবান করছি।

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (২৭) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (৩০) وَإِذَا
انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (৩১) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (৩২) وَمَا أُرْسِلُوا
- عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (৩৩) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (৩৪)

অর্থঃ যাহারা অপরাধি, তাহারা তো মুমিনদিগকে উপহাস করিত। এবং উহারা যখন মুসলিমদের নিকট দিয়া যাইত তখন চক্ষু টিপিয়া ইশারা করিত। এবং যখন উহাদের নিকট ফিরিয়া আসিত তখন উহারা ফিরিত উৎফুল্ল হইয়া এবং উহাদিগকে দেখিত তখন বলত, এটিইতো পথভ্রষ্ট তাদের তো তত্ত্বাবধায়ক করিয়া পাঠান হয় নাই। আজ মুমিনগণ উপহাস করিতেছে কাফেরদিগকে।

(সূরা মুতাফফিফীন : ২৯-৩৪)

আল্লাহ হাফেজ !
মোঃ সিদ্দিকুল ইসলাম (বাংলা ভাই)
সাং- পুরাতন কানি পাড়া, পোঃ পেরিহাট
থানাঃ গাবতলী, জেলাঃ বগুড়া।



শাইখ সিদ্দিকুল ইসলাম (বাংলা ভাই) (রহঃ)

সুব্হা-নাকা আল্ল-হুমা, ওয়া বিহাম্দিকা আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা
ইল্ল- আংতা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।